দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 8 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ......

সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট

শিক্ষা কেবল পেশাগত প্রয়োজনীয়তাই পূরণ করে না মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটায়

বাসস : প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি নিজস্ব সভ্যতা ও উত্তরাধিকারের প্রতি দৃষ্টি রেখে উদীয়মান বিশ্বায়িত সমাজের পেশাদারিত্বের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম সমাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি আশা করি তোমরা সাফল্যের চূড়ায় আরোহন

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

৮-এর পৃষ্ঠার পর

করবে। কিন্তু তোমাদের সতর্ক করে দেয়া উচিত যে, নিজ জাতি, ভাষা ও উত্তরাধিকারের প্রতি গভীর ভালবাসা না থাকলে সাফল্যের স্তম্ভ খুব বেশী শক্তিশালী হয় না।'

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন বলেন, শিক্ষা কেবল পেশাগত প্রয়োজনীয়তাই পূরণ করে না, মূল্য বোধেরও বিকাশ ঘটায়। যাতে ব্যক্তি তার অধিকার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা জানার ক্ষমতা অর্জন করে। শিক্ষা প্রাসঙ্গিক নৈতিকতাসহ তাদেরকে পরিচিতি প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ২৬০ জন ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রও উপস্থিত ছিল।

আইইউবি'র এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ এফ সালাহউদ্দিনকে ফেলোশিপ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পর থেকে প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আইইউবি অন্যতম।

তিনি বলেন, শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য মৌলিক ভিত্তি গঠন ও নিশ্চিত করতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের জন্য উপযুক্ত নতুন ধ্যান-ধারণা তৈরীতে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিনি বলেন, তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উচ্চমানের পেশাজীবী হওয়ার জন্য সর্বাধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে ব্যক্তির ক্ষমতায়ন ঘটায়।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়, বরং তরুণ প্রজন্ম ও জাতি গঠনের উপায়।

কাতারের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে কাতারের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ সাদ আল মানা গতকাল বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রেসিডেন্ট বিদায়ী রাষ্ট্রদূতকে তার সফল কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশের সঙ্গে কাতারের বিদ্যমান কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনে এই সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো সম্প্রসারিত হবে। কাতারে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রতি কাতার সরকারের বিশেষ মনোযোগ ও সহায়তার জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সে দেশে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার প্রদানের ওপর জোর দেন।